# এক নজরে আখাউড়া উপজেলা

## সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
## আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশে আপাময় জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে মৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রাকৃতিক মৎস্য থেকে মৎস্য আহরণ ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ২য় ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। প্রাকৃতিক ও চাষের মাছ মিলিয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়, উন্মুক্ত জলাশয় ও সামুদ্রিক জলাশয়ের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আজ মাছ ঋৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার পূর্বদিকে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেষা তিতাস বিধৌত আখাউড়া একটি জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ উপজেলা। এখানে রয়েছে অসংখ্য পুকুর-দিঘী, নদী-নালা, খাল-বিল ও বিস্তৃত প্লাবণভূমি। বর্তমানে আখাউড়া

উপজেলায় মাছের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৫৪৩৫.০০ মে. টন. এবং মাছের চাহিদা প্রায় ৩৬৯০.০০ মে.টন, উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান ১৭৪৫.০০ মে.টন। যা বিদেশে রপ্তানি ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকার মাছের চাহিদা পূরণ করছে।

## এক নজরে আখাউড়া উপজেলা মৎস্য সম্পদের পরিসংখ্যান- ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালেঃ

ক) উপজেলার মোট আয়তন ঃ ৯৮.০৪ বর্গ কি:মি:।

খ) উপজেলার মোট পৌরসভা ঃ ০১টি।

গ) উপজেলার মোট ইউনিয়ন ঃ ৫টি।

ঘ) উপজেলার মোট লোকসংখ্যা ঃ ১,৬৮,৪৭২ জন।

ঙ) নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা ঃ ২০২৮ জন।

চ) মৎস্য চাষীর সংখ্যা ঃ ২১২৫ জন।

ছ) জলাশয়ের সংখ্যা ও আয়তন ঃ

১. পুকুরের সংখ্যা ঃ ২৩৬৮ টি, আয়তন ঃ ৬১৯.২৫ হেক্টর।

২. নদীর সংখ্যা ঃ ০৩ টি, আয়তন ঃ ৫৮.৭৬ হেক্টর।

৩. খালের সংখ্যা ঃ ০৩ টি, আয়তন ঃ ২৪.০০ হেক্টর।

৪. বিলের সংখ্যা ঃ ১৩ টি, আয়তন ঃ ১৬৫.০০ হেক্টর।

৫. প্লাবণভূমি ঃ ০৮ টি, আয়তন ঃ ১৪০০.০০ হেক্টর।

জ) মাছের মোট উৎপাদন ঃ ৫৪৩৫.০০ মে.টন (বার্ষিক)।

ঝ) মাছের মোট চাহিদা ঃ ৩৬৯০.০০ মে.টন।

ঞ) উদ্বৃত্ত মাছের পরিমাণ ঃ ১৭৪৫.০০ মে.টন।

## আখাউড়া উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ও কার্যাবলী ঃ

- ☞ টেশসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীল বৃদ্ধি।
- ☞ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন।
- ☞ উপজেলার বিদ্যমান জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কারিগরি পরামর্শ প্রদান।
- ☞ বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা।
- ☞ উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ ।
- ☞ মৎস্য চাষি ও উদ্যোক্তাদেও পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান।

- ☞ মৎস্য চাষিদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- ☞ মৎস্য ও মৎস্য জাত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা ও স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান।
- ☞ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতির মাছের পুনরাবিভাব।
- ☞ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ।
- ☞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মৎস্য বিষয়ক প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান করা।
- ☞ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দলিলে (ঈযধৎঃবৎ) বর্ণিত নীতিমালা মোতাবেক তৃণমূল পর্যায়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা।
- ☞ উপজেলার মৎস্য বিষয়ক সার্বিক তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করা।
- ☞ মৎস্য খাদ্য আইন ২০১০ ও মৎস্য খাদ্য বিধিমালা ২০১১ এর আওতায় মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী/আমদানীকারক/বিপননকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, পরিদর্শন এবং মৎস্য খাদ্য নমুনা সংগ্রহ ও তার পরীক্ষাসহ আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ☞ মৎস্য হ্যাচরী আইন ২০১০ ও মৎস্য হ্যাচারী বিধিমালা ২০১১ এর মৎস্য হ্যাচারি সমূহের নিবন্ধন প্রদান ও নবায়ন নিশ্চিত করা এবং আইন প্রতিপালনে ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ☞ মাছ ও চিংড়িতে ফরমালিনসহ নিষিদ্ধ ঘোষিত অপদ্রব্য ব্যবহার রোধ এবং নিরাপদ মৎস্যখাদ্য সরবরাহে সহযোগিতা প্রদান।
- ☞ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পালন, মৎস্য পুরষ্কার প্রদান, অন্যান্য বিভাগের পুরষ্কার প্রদান ও মনোয়নে সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন মেলা ও দিবসে অংশগ্রহণ।
- ☞ উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত মৎস্য বিষয়ক সকল কর্মকান্ড তদারকি, পর্যালোচনা ও এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
- ☞ মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করার লক্ষ্যে মাছ ও চিংড়ি চাষে অননুমোদিত দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধে চাষিদের উদ্বুদ্ধকরণ। ।
- ☞ প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন সময়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং রুম খোলে মাঠ পর্যায় থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ করা ও তা একীভূত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ কর

## আখাউড়া উপজেলার ২০২৪-২০২৫ আর্থিক সালের রাজস্ব খাতের উল্লেখযোগ্যভাবে কার্যক্রমসমূহঃ

| |
|---|
| • ২০২৪-২০২৫ সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষিদের মাঝে ১১৮০ কেজি পোনামাছ ও ৩৫০০ কেজি ফিসফিড বিতরণ করা হয়েছে। |
| • মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও মৎস্য উদ্যোক্তাদের<br>প্রশিক্ষণ প্রদান ১০০জন ও পরামর্শ প্রদান ২৫০ জন। |
| • মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নে - ১০ টি মোবাইল কোর্ট/ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। |

| |
|---|
| • বিল নার্সারী কার্যক্রমের মাধ্যমে উন্মুক্ত জলাশয়ে ১১৫ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে । |
| • ২১ জন খুচরা মৎস্য খাদ্য বিক্রেতাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। |
| • আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে ৯৩০৫.১৮৪ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানির মাধ্যমে ২.৩৫ মিটি ইউ.এস. ডলার (প্রায় ২৮৭.০০ কোটি টাকা) আয় হয়েছে এবং ১৮.২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। |

আখাউড়া উপজেলায় নির্বাচিত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ, বিল নার্সারী স্থাপন, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, ফলাফল প্রদর্শনী খামার স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে মাছের উৎপাদন পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভবিষ্যতে মাছের উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মোঃ আমিনুল ইসলাম
ডসনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।